ত্রিপিটক

ইউনিট ৩

ভূমিকা

এ বিশ্বে অনেক ধর্মাবলম্বী বসবাস করেন। নানা ধর্ম, বর্ণ, জাতি সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে এ বিশ্ববাসী। সকল ধর্মেই শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের স্বতন্ত্র ধর্মীয় গ্রন্থ রয়েছে। নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকেই তারা স্ব স্ব ধর্ম অনুশীলন করেন। প্রত্যক ধর্মীয় গ্রন্থের পৃথক নাম ও রয়েছে। মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম কোর'আন, হিন্দুদের গীতা, খ্রিস্টানদের বাইবেল। বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম 'ত্রিপিটক'।

সমগ্র বুদ্ধবাণী ত্রিপিটকে সংরক্ষিত। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর তাঁর ধর্মদর্শন দেশনা করেছেন। তিনি নানা আঙ্গিকে জগতের সামগ্রিক বিষয়কে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধের সময়ে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণ ত্রিপিটক মুখস্থ করে স্মৃতিতে ধারণ করতেন। পরবর্তীতে বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ পাঠ -৩.১ : ত্রিপিটক পরিচিতি পাঠ -৩.২ : বিনয় পিটক পাঠ -৩.৩ : সুত্ত পিটক পাঠ -৩.৪ : অভিধর্ম্ম পিটক	সমগ্র বুদ্ধবাণী ত্রিপিটকে সংরক্ষিত। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁতাল্লিশ বছর তাঁর ধর্মদর্শন দেশনা করেছেন। তিনি নানা আঙ্গিকে জগতের সামগ্রিক বিষয়কে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধের সময়ে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণ ত্রিপিটক মুখস্থ করে স্মৃতিতে ধারণ করতেন। পরবর্তীতে বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয়।

পাঠ-৩.১ ত্রিপিটক পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ত্রিপিটক শব্দের অর্থ কী বলতে পারবেন।
- ত্রিপিটকের কয়টি অংশ লিখতে পারবেন।
- বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম পিটকের পরিচয় বলতে পারবেন ।
- ত্রিপিটকের বাণী সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**পিটক, বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম, পালি, মূল উপদেশ।**

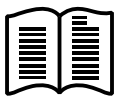

ত্রিপিটক পরিচিতি :

'ত্রিপিটক' বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ধমীর্য় গ্রন্থের নাম। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। পালিতে এটির নাম 'তিপিটক' এবং বাংলায় 'ত্রিপিটক'। ত্রিপিটক শব্দের অর্থ হলো 'তিনটি পাত্র'। 'ত্রি' মানে তিন এবং পিটক মানে পাত্র, ঝুড়ি, পেটরা বা কোনো কিছু রাখার আধার। এখানে তিনটি পিটক হলো যথা ১. বিনয় পিটক ২. সূত্র পিটক ৩. অভিধর্ম পিটক। এখানে 'বিনয়' বলতে নিয়ম কানুন, 'সূত্র' বলতে বুদ্ধের নীতিকথাসম্পন্ন উপদেশমূলক ভাষণ এবং অভিধর্ম বলতে বুদ্ধের চিত্ত ও চৈতসিক সম্পর্কিত মনো দর্শন। এভাবে তিনটি পিটকেই তথাগত বুদ্ধের বাণীসমূহ সংরক্ষিত আছে। এই তিনটি পিটককে একত্রে 'ত্রিপিটক' বলা হয়।

এই ত্রিপিটক কোনো একটি খণ্ড গ্রন্থ নয়। ত্রিপিটক প্রকৃতপক্ষে বহু গ্রন্থের সমাহার। বিনয়, সূত্র, ও অভিধর্ম এ তিন পিটকের প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি বিভাগের বা অধ্যায়ের পৃথক শিরোনামও রয়েছে। এমন কতগুলো বিভাগ রয়েছে যে গুলোর বিষয়বস্তু সমাপ্ত হয়েছে কয়েক খণ্ড গ্রন্থে। সে হিসেবে বলা যায় প্রায় একান্নটি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক।

এই ত্রিপিটকেই সমগ্র বুদ্ধ বাণী ত্রিপিটকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁতাল্লিশ বছর তাঁর ধর্ম দর্শন তিনি দেশনা বা ভাষণ করেছেন। বুদ্ধ নানা আঙ্গিকে জগতের সামগ্রিক বিষয়কে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধের সময়ে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণ ত্রিপিটক মুখস্থ করে স্মৃতিতে ধরে রাখতেন। শিষ্য পরম্পরায় এগুলো শ্রুতি থেকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত হতো। পরবর্তী সময়ে তাঁর ভাষিত বাণী ও উপদেশগুলো ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

মানব জাতির সুস্থ সুন্দর মানবিক ও কল্যাণকর জীবন যাপনের জন্য ত্রিপিটকের এই বাণীসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য ত্রিপিটককে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানও বলা হয়। এ বাণীগুলোর প্রয়োজনীয়তা শুধু ইহকালে নয়, পরকালের জন্যেও প্রযোজ্য। মূলত: ত্রিপিটক আচরণ, অনুশীলন ও মননের পথ নির্দেশ করে।

ত্রিপিটকের মূল উপদেশ হল এ জগতে যত পাপ কাজ আছে তা পরিহার করা। যত ভাল ও সর্বজনীন কল্যাণকর কাজ আছে তা আগ্রহের সাথে সম্পাদন করা। এবং নিজ নিজ চিত্তকে বিশুদ্ধ ও নির্মল রাখার মাধ্যমে প্রজ্ঞা উন্মেষের সাধনা করা। প্রজ্ঞার উন্মেষ হলেই অবিদ্যা বা আসক্তি থাকে না। আর তৃষ্ণাহীন ব্যক্তিই নির্বাণ লাভ করেন। নির্বাণ হলো পরম শান্তিময় অবস্থান। ত্রিপিটকের উপদেশ মেনে চললে পৃথিবীতে পরিশুদ্ধ জীবনযাপন করা যায়।

সারসংক্ষেপ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ। এর তিনটি ভাগ : বিনয়, সূত্র এবং অভিধর্ম্ম। বুদ্ধভাষিত বাণীসমূহ ত্রিপিটকারে লিখিত হয়েছে। ত্রিপিটকের উপদেশ হল সব পাপ পরিহার করা, ভাল কাজ করা এবং চিত্ত বিশুদ্ধ রাখা। পরিশীলিত জীবনের জন্য ত্রিপিটকের উপদেশ একান্ত প্রয়োজন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আচরণ, অনুশীলন ও মননের পথ নির্দেশ করে এ ত্রিপিটক। নির্বাণ লাভের অনুসরণীয় উপদেশ হলো ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'ত্রিপিটক' কোন সম্প্রদায়ের ধমীর্য় গ্রন্থ ?

ক. মুসলিম সম্প্রদায়ের খ. হিন্দু সম্প্রদায়ের

গ. খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের ঘ. বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের

২। ত্রিপিটক কোন ভাষায় রচিত?

ক. প্রাকৃত ভাষায় খ. সংস্কৃত ভাষায়

গ. পালি ভাষায় ঘ. সিংহলি ভাষায়

৩। গৌতম বুদ্ধ কত বছর তাঁর ধর্ম দেশনা করেছিলেন?

ক. ৪৫ বছর খ. ৫৫ বছর

গ. ৬৫ বছর ঘ. ৮০ বছর

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. গ. ৩. ক

পাঠ-৩.২ বিনয় পিটক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিনয় পিটক কী বলতে পারবেন।
- বিনয় পিটকের বিভাগ লিখতে পারবেন।
- বিনয় পিটকের শিক্ষা কী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন, বুদ্ধ শাসনের আয়ু, পাতিমোক্খ, পারাজিকং, পাচিত্তিয়ং, মহাবগ্গ, চুল্লবগ্গ, পরিবার পাঠো, সেখিয়া।**

'বিনয়' শব্দের অর্থ হলো নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন সুখের ও শান্তির জীবন। কারণ পৃথিবীতে সাধারণত নিয়মভঙ্গের কারণেই নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই জীবনে নিয়ম মেনে চলা অত্যাবশ্যক। এখানে বিনয় পিটকে নিয়ম শৃঙ্খলা ছাড়াও মানুষের আচার আচরণ সম্পর্কেও নির্দেশনা রয়েছে। তাই 'বিনয়' বলতে দৈনন্দিন জীবনে আচার - ব্যবহার এবং ভদ্রতা, নম্রতা ইত্যাদিকে বোঝায়। অর্থাৎ, যা শিক্ষা করলে কায়, বাক্য ও মনে নম্রতা আসে ও বিনীত হওয়া যায় তা-ই 'বিনয়'। বুদ্ধ নির্দেশিত বিনয়ের এই বিষয়সমূহ যে পিটকের অন্তর্গত তাকে বিনয় পিটক বলা হয়।

বিনয় বুদ্ধ শাসনের আয়ু স্বরূপ। বিনয় পিটক ত্রিপিটকের প্রথম অঙ্গ। এ পিটকে বৌদ্ধদের নিত্য আচরণীয় বিধিবিধান লিপিবদ্ধ আছে। নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য এ বিধানগুলো খুবই প্রয়োজন। বিনয়ের অপর নাম নিয়মনীতি এবং শৃঙ্খলা। বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীরা কী কী বিধি নিষেধের মাধ্যমে জীবন পরিচালিত করবেন তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে বিনয় পিটকে। বিনয়ের নিয়ম প্রতিপালনে বৌদ্ধরা অতীব যত্নবান।

বিনয় পিটক প্রধানত: তিন ভাগে বিভক্ত । যথা- ১. সুত্তবিভঙ্গ (পারাজিকং, পাচিত্তিযং -এ দু'টিকে একত্রে বলা হয় সুত্ত বিভঙ্গ), ২. খন্ধুক (মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ এ দু'টিকে একত্রে বলা হয় খন্ধক) এবং ৩. পরিবার পাঠো। বিনয় পিটকের মধ্যে ভিক্ষুদের ২২৭টি প্রতিপালনীয় নিয়মের উল্লেখ আছে। পাতিমোক্খ হলো বিনয় পিটকের সারগ্রন্থ। এ গ্রন্থে এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা এ নিয়মগুলো দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলেন। যদি কোন নিয়ম ভঙ্গ হয় তবে শীল ভঙ্গের অপরাধ হয়। আবার অপরাধের কী শাস্তি বা দণ্ড হবে তারও উল্লেখ আছে বিনয় পিটকে।

বিনয় পিটকে গৃহীদের জন্য পঞ্চশীল ও অষ্টশীল, শ্রামণদের জন্য দশশীল এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জন্য ভিক্ষু প্রতিমোক্ষের বর্ণনা আছে। ভিক্ষুশীলকে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. পারাজিকা ৪টি, ২. সঙ্ঘাদিসেস ১৩টি, ৩. অনিয়ত ২টি, ৪. নিসগ্গিয় পাচিত্তিয়-৩০টি, ৫. পাচিত্তিয় ৯২টি, ৬. পাটিদেসনীয় ৪টি, ৭. সেখিয়া ৭৫টি এবং ৮. অধিকরণসমথ ৭টি। পাতিমোক্খে উক্ত শীলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

বিনয় পিটকের মূল উদ্দেশ্য কী বলতে পাবেন? বিনয় পিটকের লক্ষ্য হল কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সংযত হয়ে জীবন ধারণ করা। এ ত্রিবিধ দ্বারে যাতে পাপ কর্ম সম্পাদিত না হয় তার প্রচেষ্টা। এ পিটকের নিয়ম পালনে চরিত্রগত গুণ অর্জিত হয়, জাতিস্মর জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় এবং তৃষ্ণাক্ষয় সম্পর্কিত ত্রিবিধ জ্ঞান আয়ত্ত করা যায়। এতে বৌদ্ধ সংঘের জীবন সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সারসংক্ষেপ :

বিনয় পিটক হল শীল সম্পর্কিত আচরণবিধি। ভিক্ষুদের এ বিধি প্রতিপালনীয়। বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের অবশ্য আচরণীয় বিধান হল বিনয়। বিনয় পিটকে ২২৭টি বিধান লিপিবদ্ধ আছে। বিনয় পিটক ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সংযত সুশৃঙ্খল আচরণ শিক্ষা দেয়। পাতিমোক্‌ল হলো বিনয় পিটকের সারগ্রন্থ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিনয় পিটক কোন গ্রন্থের প্রথম অঙ্গ?

ক. কোরানের খ. ত্রিপিটকের

গ. গীতার ঘ. বাইবেলের

২। বিনয় পিটক কয় ভাগে বিভক্ত?

ক. তিন ভাগে খ. চার ভাগে

গ. পাঁচ ভাগে ঘ. ছয় ভাগে

উত্তরমালা : ১. খ, ২. ক

পাঠ-৩.৩ সুত্ত পিটক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুত্ত পিটক কি বলতে পারবেন।
- সুত্ত পিটকের বিভাগ দেখাতে পারবেন।
- সুত্ত পিটকের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**দীঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুত্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, খুদ্দক নিকায়, মূল শিক্ষা, নীতি ও বিবেকবোধসম্পন্ন উপদেশ, ব্যবহারিক দেশনা।**

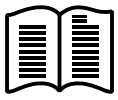

'সুত্তপিটক' ত্রিপিটকের দ্বিতীয় অঙ্গ। সুত্তে'র বাংলা প্রতিশব্দ সূত্র। সে হিসেবে বাংলায় এটিকে বলা হয় 'সূত্র পিটক'। বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মের আদি বিষয় হলো সূত্র পিটক। এ পিটকে বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক ব্যবহার, শিক্ষা এবং মিথ্যা দৃষ্টি খণ্ডনের কথা আছে। বিশেষত সূত্র পিটকে সুশিক্ষিত হলে ব্যক্তি নীতিবোধসম্পন্ন ও স্থিরচিত্ত হতে পারা যায়। সূত্রগুলো পদ্যে ও গদ্যে রচিত। প্রত্যেক সূত্রের মধ্যে মানব হিতৈষণার উপদেশ আছে। উপদেশগুলোতে যেমন হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও ছন্দের মাধুর্য আছে, তেমনি ক্ষত মনকে মুগ্ধ করার বাণীও আছে।

সুত্ত পিটকের পাঁচটি ভাগ আছে। যথা- ১. দীঘ নিকায়, ২. মজ্ঝিম নিকায়, ৩. সংযুত্ত নিকায়, ৪. অঙ্গুত্তর নিকায় এবং ৫. খুদ্দক নিকায়।

আবার নিকায়ভুক্ত বিভাগ বা বিষয়বস্তুসমূহের নানাবিধ অন্ত বিভাগ রয়েছে। যেমন দীর্ঘ নিকায়ে তিনটি ভাগ আছে। যথা : ক. সীলক্খন্ধ, খ. মহাবগ্গো এবং গ. পটিক বগ্গো। মজ্ঝিম নিকায়ের তিনটি ভাগ আছে। যথা- ক. মূল পঞ্ঞাস, খ. মজ্ঝিম পঞ্ঞাস ও গ. উপরি পঞ্ঞাস। সংযুত্ত নিকায়ের পাঁচটি ভাগ। যথা: ক. সগাথা বগ্গো, খ. নিদান বগ্গো, গ. খন্ধবগ্গো, ঘ. সলায়তন বগ্গো এবং ঙ. মহাবগ্গো। অঙ্গুত্তর নিকায় একনিপাত, দুক নিপাত, তিক নিপাত, চতুক্ক নিপাত, পঞ্চক নিপাত, চক্ক নিপাত, সত্তক নিপাত, অট্ঠক নিপাত, নবক নিপাত, দসক নিপাত এবং একাদশক নিপাত ভেদে পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত। খুদ্দক নিকায়ের পনেরটি গ্রন্থ। যথা- ক. খুদ্দক পাঠো, খ. ধম্মপদ, গ. উদান, ঘ. ইতিবুত্তক, ঙ. সুত্তনিপাত, চ. পেতবত্থু, ছ. বিমানবত্থু, জ. থেরগাথা, ঝ. থেরীগাথা, ঞ. নিদ্দেস, ট. জাতক, ঠ. পটিসম্ভিদা মগ্গ, ড. অপদান, ঢ. বুদ্ধবংস এবং ণ. চরিয়া পিটক।

সূত্ত পিটকের শিক্ষা

ব্যবহারিক জীবনের নিয়মসমূহ এবং কর্তব্য-অকর্তব্যগুলো সূত্র পিটকের মূলশিক্ষা। সুত্ত পিটকে দক্ষতা অর্জিত হলে নীতি ও বিবেকবোধ সম্পন্ন হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র, ধ্যান, দর্শন এবং ধর্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জানার জন্যে সুত্তপিটক একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধঘোষের মতে সূত্র পিটক হল ব্যবহারিক দেশনা। প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা জানার জন্যও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া প্রাক্ বৌদ্ধ যুগের দার্শনিক তত্ত্বও সূত্রপিটক হতে জানা যায়।

সূত্রপিটক পাঠের লক্ষ্য হল বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক মূলতত্ত্ব: সহজে অনুধাবন করা।

সারসংক্ষেপ :

পিটকের দ্বিতীয় অঙ্গ সুত্ত পিটক । সুত্ত পিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এর বাণীগুলো ব্যবহারিক জীবনের মূল শিক্ষা। সূত্র পিটক পাঠে বৌদ্ধধর্মের মূল দর্শন, ধ্যান ও ধর্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও জানা যায়। প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্ব জানার জন্য ও সূত্র পিটক খুবই সহায়ক। তাই সূত্র পিটক শুধু ধর্ম দর্শন কিংবা উপদেশ নয়; এটিতে আছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বহু উপাদানও।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সুত্ত পিটক কী?

ক. সূত্র উপদেশ
খ. ধর্মোপদেশ
গ. মূলসূত্র
ঘ. মৌলিক ধর্মোপদেশ

২। সুত্ত পিটক কত ভাগে আছে বিভক্ত?

ক. দুই ভাগে
খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে
ঘ. পাঁচ ভাগে

৩। সূত্র পিটক হলো-

ক. ব্যবহারিক জীবনের মূল শিক্ষা
খ. নিয়মনীতি প্রতিপালনের শিক্ষা
গ. ধর্ম-দর্শন জানার শিক্ষা
ঘ. ইহকাল-পরকালের স্বর্গ-নরক জানার শিক্ষা

উত্তরমালা : ১. খ, ২. ঘ, ৩. ক

পাঠ-৩.৪ অভিধম্ম পিটক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অভিধম্ম অর্থ কি বলতে পারবেন।
- অভিধর্ম পিটকের বিভাগগুলো জানতে পারবেন।
- অভিধর্ম পিটকের বিষয়বস্তু জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**চিত্ত, চৈতসিক, রূপ, নির্বাণ, উচ্চতর ধর্ম, তৃতীয় সঙ্গীতি, রাজা বট্টগামিনী, সপ্তপ্রকরণ, অর্থ-হেতু-নিরুক্তি-প্রতিভাযুক্ত জ্ঞান।**

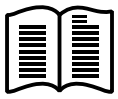

অভিধম্ম পিটক

পালি 'অভিধম্ম' বাংলায় অভিধর্ম। 'অভি' উপসর্গটি 'ধম্ম' শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে অর্থের ব্যাপকতা এনেছে। এর অর্থ হল উচ্চতর ধর্ম বা ধর্মের উচ্চতর সূক্ষ্ম তত্ত্ব। সূত্র পিটকে যে ধর্মতত্ত্ব বা চিত্ত বিষয়ক কথা বলা হয়েছে অভিধর্মে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। বক্তব্যের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই; কিন্তু উপস্থাপনের দিক থেকে অভিধর্মকে সূত্রের চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ যৌক্তিক এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলা যেতে পারে।

প্রাথমিক অবস্থায় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ধম্ম (সুত্ত) ও বিনয় এ দু'ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। দ্বিতীয়ত: সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম এ তিন পর্যায়ে বিভক্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ ধর্ম-সঙ্গীতিতে ধর্ম ও বিনয় সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা হয়। এই দুই সঙ্গীতিতে অভিধর্মকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সঙ্গীতিতেই সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম সঙ্গায়ন হয়। অভিধর্ম পিটক তখন থেকে পৃথকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং সে থেকেই ত্রিপিটক-সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম এ তিন ভাগে রচিত হয়ে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এরই অব্যবহিত পরে অশোকপুত্র মহেন্দ্র স্থবির বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে শ্রীলঙ্কা গমন করেন। তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ত্রিপিটক। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে শ্রীলঙ্কার রাজা বট্টগামিনী সর্বপ্রথম ত্রিপিটক মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করেন। বর্তমানে আমাদের হাতে যে ত্রিপিটক আছে তা সে মুদ্রিত ত্রিপিটকের সংস্করণ বিশেষ।

বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্রের তৃতীয় ও শেষ অংশ অভিধর্ম। এতে প্রকাশিত হয়েছে বৌদ্ধ অধিবিদ্যা। বুদ্ধের প্রজ্ঞা সম্পর্কিত শিক্ষা। অভিধর্মে চার প্রকার প্রভেদ জ্ঞানের প্রকাশ আছে। সেগুলি হচ্ছে : অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান, হেতু সম্পর্কে জ্ঞান, নিরুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান এবং প্রতিভাযুক্ত জ্ঞান।

অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত; যথা- ১. ধম্মসঙ্গণি, ২. বিভঙ্গ, ৩. ধাতুকথা, ৪. পুগ্গল পঞ্ঞত্তি, ৫. কথাবত্থু, ৬. যমক এবং ৭. পট্ঠান। এ সাতটি গ্রন্থকে একত্রে 'সপ্তপ্রকরণ' বলা হয়।

অভিধর্ম হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় চিত্ত, চৈতসিক, রূপ এবং নির্বাণ হলো এর আলোচ্য বিষয়। এ চারটিকে দু'ভাগে উপস্থাপন করা যায় : রূপ এবং অরূপ। দৃশ্যমান হল রূপ এবং অরূপ হল মনস্তত্ত্ব। চিত্ত শব্দের অর্থ মন, হৃদয়, অন্ত:করণ ইত্যাদি। মনের কাজ মনন বা চিন্তা করা। চিত্ত বিষয়কে অবলম্বন করে চিন্তা করে। চিত্ত স্বভাবত নির্মল। চিত্ত যে বৃত্তি অবলম্বন করে তাকে বলে চৈতসিক। চিত্ত এবং চৈতসিক পরস্পর অভিন্ন। রূপ জড় পদার্থের অন্তর্গত। শীতে যা সঙ্কোচিত ও তাপে যা প্রসারিত হয় তাকে বলে রূপ। অভিধর্মে রূপকে গুণ এবং শক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। রূপ পরিবর্তনযোগ্য। নির্বাণ শান্ত,

প্রণীত ও সুখদায়ক। নির্বাণের ধ্বংস নেই, নির্বাণ আনন্দ দায়ক ও শ্রেষ্ঠ। অভিধর্মে এ সম্বন্ধে আরও সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

অভিধর্ম বৌদ্ধ মনস্তত্ত বিষয়। এতে সাতটি গ্রন্থ আছে। সেজন্য অভিধর্ম পিটককে সপ্তপ্রকরণও বলা হয়। অভিধর্মের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক। চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ নিয়ে অভিধর্ম পিটকের বিষয়বস্তু। অভিধর্মে প্রাজ্ঞ হলে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অভিধর্ম শব্দের অর্থ কি?
ক. শ্রেষ্ঠ ধর্ম খ. উচ্চতর ধর্ম
গ. সুক্ষ্মধর্ম ঘ. উন্নততর ধর্ম

২। অভিধর্ম পিটক কখন রচিত হয়?
ক. রাজা অজাতশত্রুর সময় খ. সম্রাট অশোকের সময়
গ. রাজা বট্টগামিনীর সময় ঘ. রাজা কালাশোকের সময়

৩। অভিধর্ম পিটক কিসের প্রকাশ?
ক. অধিবিদ্যা খ. মনস্তত্ত্ব
গ. শ্রুতিবিদ্যা ঘ. অরূপতত্ত্ব

৪। অভিধর্ম পিটক কয়ভাগে বিভক্ত?
ক. পাঁচ ভাগে খ. ছয় ভাগে
গ. সাত ভাগে ঘ. আট ভাগে

৫। অভিধর্মের আলোচ্য বিষয় কি?
ক. চিত্ত, চৈতসিক খ. চৈতসিক, রূপ
গ. রূপ, নির্বাণ ঘ. চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ।

উত্তরমালা : ১. খ, ২. খ, ৩. খ, ৪. গ, ৫. ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

চন্দনাইশ থানার কানাইমাদারী গ্রামের বিদর্শনারাম বিহার একটি প্রাচীন বিহার। এ বিহারের পরিচালনা কমিটি ও আবাসিক ভিক্ষুসংঘ সকলে ত্রিপিটকের নিয়মানুসারে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করেন। এখানে যথাযথ সময়ে উপোসথ ও অন্যান্য ধর্মীয় কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সকলে এ বিহারের সর্বদা প্রশংসা করে। এটি একটি আদর্শ বিহার হিসেবে পরিচিত।

ক. ত্রিপিটক কোন ভাষায় রচিত?

খ. ত্রিপিটকের কয়টি অংশ ও কী কী ?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নিয়ম নীতির বিষয়গুলো ত্রিপিটকের কোন অংশে সংযুক্ত আছে, এটির পরিচয় দাও।

ঘ. ত্রিপিটকের গুরুত্বকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন কর যুক্তিসহ আলোচনা কর।।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

পণ্ডিত শ্রীমৎ শান্তপদ মহাস্থবির একজন অত্যন্ত গুণী ভিক্ষু। তিনি অনিত্য দুঃখ অনাত্ম সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ ব্যাখ্যা দেন। এটি তিনি ধর্ম গ্রন্থ থেকেই শিখেছেন। তিনি ধ্যানস্ত হয়ে ত্রিপিটকের একটি পিটকঅংশ বার বার অধ্যয়ন করেন। এতে তাঁর বিষয় বিশ্লেষণের দক্ষতা বহু মাত্রায় সমৃদ্ধ হয়।

ক. 'পাতিমোক্খ' কী?

খ. ত্রিপিটক কীভাবে গ্রন্থিত হয়?

গ. পণ্ডিত শান্তপদ মহাস্থবির ত্রিপিটকের কোন পিটকটি চর্চা করেছেন ? এ পিটকের পরিচয় বর্ণনা করুন।

ঘ. শুদ্ধ, সুন্দর ও আদর্শ জীবনের জন্য ত্রিপিটকের অনুশীলন অপরিহার্য - আপনি কি এ মতের সাথে একমত? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।